ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1010-1015
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.098

অদ্বৈত ও দ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে মহাবাক্যার্থ বিচার

রত্না দালাল, *গবেষক, দর্শনবিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 06.03.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Vedanta philosophy is one of the theistic schools of Indian philosophy. Vedanta is the core of the Vedas, and the essence of the Vedas is inherent in the Mahavakya. When the etymological meaning of 'Mahavakya' is analyzed, the two words that are basically found are, 'Maha' means 'great' and 'vakya' means speech, that is, the great speech is the Mahavakya. Mahavakya is an important part of Vedanta. If the Vedas are compared to a tree, then its fruit is the Upanishads and Mahavakya is the juice of this fruit. With reference to the Vedas, four great Mahavakyas have been accepted in Vedanta. These four great Mahavakyas are- 'Aham Brahmasmi' which is known as the Yajurvedic Mahavakya and is in the Brihadaranyaka Upanishad. 'Tat tvam asi Mahavakya' which is known as the Samavedic Mahavakya and is included in the Chāndogya Upanishad. 'Ayam atma Brahma' which is included in the Mandukya Upanishad of the Artharva Veda and 'Prajnanam Brahma' which is included in the Aitarya Upanishad of the Rig Veda. In this paper, I have made a comparative discussion about the Tat tvam asi Mahavakya by highlighting the Advaita Vedanta view and the Dvaita Vedanta view.

Key words- *Tat tvam asi Mohavakya, Sāmānādhikaraṇya, Biśēṣaṇa biśēṣyabhāba, Lakṣaṇā, Jahadajahaṯ Lakṣaṇā.*

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬/৮/৭) অন্তর্গত। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের শাব্দিক অর্থ হলো 'সেই হও তুমি'। এই মহাবাক্য সন্ধিবিচ্ছেদ করলে 'তৎ' এর সঙ্গে 'ত্ব' এর সন্ধি করলে হয় 'তত্ত্ব'। 'তত্ত্ব' এর অর্থ হল সত্যতা বা ব্রহ্ম আদি, 'ত্বম' শব্দের অর্থ 'তুমি'। এখানে তুমি শব্দটির দ্বারা আত্মা এবং শরীর এই উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। 'অসি' শব্দের অর্থ হল 'হওয়া'। এই মহাবাক্যের দ্বারা এই বোধ হয় যে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ। আমরা যে পূর্নতাকে বাইরের জগতে খুঁজে থাকি সেই পূর্নতা আমাদের নিজের অন্তরেই বিরাজমান। মানুষ শান্তি, জ্ঞান, প্রেম, খুশি, এই সমস্ত বস্তুগুলিকে ভৌতিক সংসারে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু যদি যথাযথ ভাবে আমরা এগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে যে তা আমাদের মধ্যেই আছে।

অদ্বৈতমতে: তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ 'তত্ত্বমসি' বাক্যটি ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে পিতা উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে এই বাক্যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব উপদেশ করেছেন। অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে-

''ঐতদাত্মঅ্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যৎ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু! ইতি।।" [১](ছান্দোগ্যউপ:৬।৮।৭)

অর্থাৎ বাস্তবতা হল সেই আত্মা, যেই আত্মা তুমি শ্বেতকেতু। উদ্দোলক শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন যে, এই সবই আত্মান্। গোবিন্দপাদাচার্য তাঁর রত্নপ্রভা গ্রন্থে শরীরক ভাষ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

''ন অসি ত্বম সংসারী কিন্তু তত্ত্বমসি।"[২]

অর্থাৎ শ্বেতকেতু একজন সংসারী ব্যক্তি নন, তিনি নিঃশর্ত সৎ, পরম ব্রহ্ম, সর্বাত্মা। উদ্দোলক শ্বেতকেতুকে কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদই শেখাননি তিনি বরং তাঁকে ব্রহ্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যে,-যে পরম সৎ, সেই তুমি। তবে মহাবাক্য আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, বাক্য কী? একটি বাক্য হল শব্দের একক, যা অর্থপূর্নভাবে আমাদের চিন্তাকে প্রকাশ করে। বাক্য হল বৈধ জ্ঞানের একটি মাধ্যম। যেখানে উদ্দেশ্য বিধেয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকে, যেমন-'পুস্তকম্ আনয়' বা একটি বই আনুন। এই বাক্যের দ্বারা বইয়ের সম্বন্ধে একটি জ্ঞানের কথা বলা হয়। সাধারন বাক্য সর্বদা সম্বন্ধ জ্ঞাপক। এই ধরনের সম্পর্ক যুক্ত বাক্য ছাড়াও আমরা অন্যান্য ধরনের বাক্য খুঁজে পাই যা প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কহীন; এই ধরনের বাক্য অর্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যুক্ত করে না। এই ধরনের বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে কেবলমাত্র স্বরূপ মাত্রত্ব হিসাবে জানা যায়। এই বাক্যগুলি 'অখণ্ডার্থ বাক্য বা অসম্বন্ধীয় বাক্য হিসাবে পরিচিত। এই বাক্য গুলি ' সংসর্গ অগোচর প্রতিজনকম্' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

অদ্বৈত বৈদান্তিক 'সোহয়ং দেবদত্ত', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যে অখন্ডবোধক বাক্যের উপর ভিত্তি করে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের একত্ব প্রতিপাদন করা হয়। তবে 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই পদ দুটির অর্থ আক্ষরিক ভাবে আলাদা। এই শব্দ দুটি পরোক্ষভাবে চেতনাকে বোঝায়। 'তৎ' শব্দটির দ্বারা অসীম, অনন্ত, সৎ চেতনাকে বোঝায় এবং 'ত্বম্' বলতে স্বতন্ত্র জীবকে বোঝায় যা অবিলম্বে স্বপ্রকাশক এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র প্রকৃতি মূলক জাগতিক জীবনের সমস্ত সীমাবদ্ধতা এবং অপূর্নতাকে বোঝানো হয়। 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই শব্দ দুটির আক্ষরিক অর্থ ভিন্ন কিন্তু একই অর্থকে প্রকাশ করায় 'তত্ত্বমসি' একটি অখন্ডার্থকবাক্য। অখন্ডার্থক সম্পর্কটি তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যথা-

(১) সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ (২) বিশেষণ বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ (৩) লক্ষ্যলক্ষণাভাব সম্বন্ধ

১। সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ- নৃসিংহ সরস্বতি বেদান্তসারের বিখ্যাত সুবোধনীর লেখক সামানাধিকরণ্যকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন যে ''ভিন্নপ্রবৃত্তি নিমিত্তয়োঃ একাস্মিন অর্থে প্রবৃত্তিঃ সমানাধিকরণ্যম্"[৩], অর্থাৎ ভিন্ন প্রবৃত্তি নিমিত্তক শব্দের একার্থভিধায়কত্ত্বকেই সামানাধিকরণ্য বলে। সামানাধিকরণ্য হল একই অবস্থানে থাকা দুটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক। টীকাকারগণও সেই কথাই বলেছেন। যেই সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে ভিন্ন অক্ষর বিন্যাস হওয়া সত্ত্বেও তা একই অর্থকে প্রকাশ করে তাকে পর্যায় শব্দ বলে, যেমন ঘট ও কলস। আর যে সমস্ত শব্দের অক্ষর বিন্যাস ও অর্থ ভিন্ন তাদের অর্পযায় শব্দ বলে, যেমন তৎ ও ত্বম। সমানঅধিকরণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিষয় যাদের সেই বিগ্রহ (দুটি শব্দের মধ্যে যে সম্বন্ধ) থেকে সামানাধিকরণ্য শব্দের অর্থ সিদ্ধ হয়। এই সম্বন্ধ হল পদনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটি দৃষ্টান্তবাক্যর মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে 'সোহয়ং দেবদত্ত'; এখানে 'সঃ' এবং 'অয়ং' এই শব্দ দুটি আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট হলেও বাক্যদুটির তাৎপর্য একই। অর্থাৎ অতীতকালের দেবদত্ত এবং বর্তমানকালের দেবদত্তের অভেদ প্রতিপাদনই উক্তবাক্যের অর্থ। অনুরূপভাবে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে 'তৎ' এবং 'ত্বম' দুটি ভিন্ন শব্দ। তাদের নির্দেশমূলক অর্থ ও ভিন্ন। এখানে 'তৎ' শব্দের দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্যকে নির্দেশ করা হয়েছে যা অদৃশ্য, অসীম, অনন্ত ইত্যাদি এবং 'ত্বম' শব্দের দ্বারা সসীম, অল্পজ্ঞ, চৈতন্যকে বোঝানো হয়েছে। 'তৎ' শব্দের অর্থ হল সর্বজ্ঞতাদি চৈতন্যের নির্দেশক এবং 'ত্বম' এর অর্থ হল অল্পজ্ঞতাদি চৈতন্যের নির্দেশক। তবে এই দুটি শব্দ একই চৈতন্যকে নির্দেশ করে। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, এই দুটি শব্দ একই চৈতন্য বা ব্রহ্মকে নির্দেশ করে।

---

[১] 'Upanishad Samgrah': Edited by Prof. J. L. Sastri (containing 188 upanishads), Delhi Motilal. Banarasidass, p. 66.

[২] 'Ratnaprabha Commentary on Brahmasutra': Wrote by Govindananda, 1.1.2.

[৩] সদানন্দযোগীন্দ্র, 'বেদান্তসার:', অনুবাদক ও সম্পাদক ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, পৃ; ১৪২, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা,১৯৮০।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, দেবদত্ত যাকে কয়েকবছর আগে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দেখেছিলেন এবং আজ অন্য পরিস্থিতিতে তাকে একটি ভিন্ন জায়গায় দেখার পর এটি সনাক্ত করা যায় যে তিনি একই দেবদত্ত। অনুরূপ ভাবে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় যে, 'তুমিই সেই' অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন তা জানা যায়।

২। বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ- আচার্য সদানন্দযোগীন্দ্র এর অর্থ নিরূপন প্রসঙ্গে বলেন- 'বিশেষণ' এবং 'বিশেষ্য' দুটি পদ; বিশেষণ বলতে বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ্য বলতে পদার্থকে বোঝায়। একই বাক্য 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' এখানে 'সঃ' এবং 'অয়ম' পদের বাচ্যার্থদ্বয় পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধে বর্তমান। অনুরূপ ভাবে 'তত্ত্বমসি' বাক্যেও 'তৎ' ও 'ত্বম' পদ একই রীতিতে একে অন্যের বিশেষণ বা বিশেষ্য হতে পারে। অল্পজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য হতে অভিন্ন। এই স্থলে দু প্রকার অন্বয় হয়- 'ত্বং তৎ অসি' বা 'তৎ ত্বম অসি' এক্ষেত্রে প্রথম 'ত্বম্' শব্দটি বিশেষ্য এবং দ্বিতীয় 'তৎ' শব্দটি বিশেষ্য অনুরূপ বিশেষণ ও অর্থের বিশেষ্যতায় শব্দে উপচারিত হয়। উক্ত আলোচনা থেকে নিঃসৃত হয় যে, শব্দার্থের বিশেষণ বিশেষ্যাভাব পরস্পর ভেদব্যাবৃত্তির অধীন, ব্যাবৃত্তি আবার শব্দার্থের অভেদ প্রতীতির অধীন এবং স্পষ্টতই উক্ত অভেদ প্রতীতি বাচ্যার্থপক্ষে সম্ভব হয়না। অতএব বিবক্ষিত অভেদ উপপত্তির স্বার্থেই শব্দ অথবা তদ্বাচ্যার্থ এবং বাচ্যার্থ প্রতিপাদ্য অখন্ডার্থের মধ্যে লক্ষ্য লক্ষণাভাব সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়েছে। অতঃপর গ্রন্থাকার সেই লক্ষ্যলক্ষণাভাব সম্বন্ধের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন।

৩। লক্ষ্যলক্ষণাভাব সম্বন্ধ- অদ্বৈতবাদীগণ লক্ষণার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন। সাধারনত শব্দের দুটি অর্থ বর্তমান- মুখ্য অর্থ, গৌনঅর্থ। একটি শব্দের দ্বারা সরাসরি যে অর্থকে বোঝায় তা বাক্যের মুখ্য অর্থ। অন্নং ভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন- 'শক্যসম্বন্ধে লক্ষণা'[৪]। একটি পদের শক্তির দ্বারা যা বোধিত হয় তাই শক্য, সেই শক্যের সঙ্গে সম্বন্ধই হল লক্ষণা। মীমাংসকের উক্তি হল- 'অভিধেয়াবিনাভূত প্রবৃত্তি লক্ষনেষ্যতে'[৫]। অভিধেয়ের অভিনাভূত অর্থ শব্দের প্রবৃত্তিই লক্ষণা। এই লক্ষনা তিন প্রকারের- **১) জহৎ লক্ষণা। ২) অজহৎ লক্ষণা ৩) জহদজহৎ লক্ষণা।**

১) জহৎ লক্ষণা- 'বাচ্যার্থমশেষতঃ পরিত্যজ্য তৎসম্বন্ধিনি অর্থান্তরে বৃত্তিঃ জহল্লক্ষণা'[৬]। (বিদ্বন্মনোরঞ্জনী)।
অর্থাৎ যে লক্ষণায় একটি পদের বাচ্যার্থ বা বাক্যার্থ সম্পূর্ন পরিত্যাগ হয়, বাক্যের অর্থবোধে ঐ পদের বাচ্যার্থের অন্বয় হয় না, তাই জহৎলক্ষনা; যেমন – 'গঙ্গায়ং ঘোষঃ' অর্থাৎ গঙ্গার তীর বিশেষ।

২। অজহৎ লক্ষণা – ''বাচ্যার্থাপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিনি অর্থান্তরেবৃত্তি অজহল্লক্ষনা''[৭]।
যে লক্ষণায় পদের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ হয় না, বাক্যের অর্থ বোধে বাচ্যার্থের ও অন্বয় হয়, তাকে অজহৎলক্ষণা বলে; যেমন- 'ছত্রিনোগচ্ছন্তি' অর্থাৎ ছত্রধারী ও ছত্রহীন উভয়কেই বোঝায়।

৩। জহদজহৎ লক্ষণা- 'যত্র বাচ্যেকদেশত্যাগেন একদেশ অনুয়ঃ তত্র জহৎ অজহৎ ইতি'[৮]।
অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদের বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের একাংশ পরিত্যাগ হয় এবং একাংশ গৃহীত হয় তাকে জহৎ অজহৎ লক্ষণা বলে। বাচ্যার্থের ভাগ বা অংশ বিশেষকে ত্যাগ করায় ইহাকে ভাগত্যাগ লক্ষণা এবং ভাগ মাত্রের গ্রহন করায় ভাগ লক্ষনাও বলা হয়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' পদের দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্য 'ব্রহ্ম' এবং 'ত্বম' পদের দ্বারা জীবাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

---

[৪] অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ ও দীপিকাটীকা, অনুবাদক দীপক কুমার বাগচী, পৃ; ১৫৩, মিত্রম পাবলিশার্স, ২০১২

[৫] সদানন্দযোগীন্দ্র, 'বেদান্তসার:' , অনুবাদক বিপদভঞ্জন পাল, পৃ; ২১১

[৬] সদানন্দযোগীন্দ্র, 'বেদান্তসার:', অনুবাদক ও সম্পাদক ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, পৃ; ১৪৫, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা,১৯৮০

[৭] ঐ, পৃঃ ১৪৫

[৮] ঐ, পৃ; ১৪৫

উপরিক্ত দুধরনের লক্ষণা (জহৎলক্ষণা, অজহৎলক্ষণা) তত্ত্বমসি মহাবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে সমর্থ নয়। কেবলমাত্র জহদজহৎ লক্ষনা বা ভাগত্যাগ লক্ষনার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করা সম্ভব। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তুমিই হও ব্রহ্ম' তা প্রতিপাদন করলেন।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যার্থ বিচার- দ্বৈত বেদান্তদর্শন:

মাধবাচার্য দ্বৈত বেদান্তের প্রবর্তক। দ্বৈত দর্শনে তত্ত্ব দুটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব ও অস্বতন্ত্রতত্ত্ব। ঈশ্বর, অসীম, শ্রেষ্ঠত্ব আধ্যাত্মিক গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক মাত্র, যা সমস্ত রকম অপূর্ণতা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন। ব্যক্তি বা জীব ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। এই মতে ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে কখনই একত্ব সম্ভব নয়। জীব মুক্তিলাভ করে ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এমনকি মুক্তি প্রাপ্তরাও ঈশ্বরের সাথে নিজের সাদৃশ্যতা অর্জন করে। এমনকি ভক্তির দ্বারাই জীবের মুক্তি সম্ভব হয়।

দ্বৈত মতে তত্ত্বমসি মহাবাক্য ঈশ্বরের সাথে জীবের অভিন্নতা প্রতিপাদন করে না। এখানে 'তৎ' শব্দের অর্থ 'চিরঅজানা' এবং 'ত্বম' শব্দের অর্থ জ্ঞাতসত্তা বা জীব। মধ্বাচার্য বলেন জীব এবং ঈশ্বর একে অপরের সাথে অভিন্ন নয়। তিনি বিষয়টি একটি উদাহরনের সাহায্যে বুঝিয়েছেন একজন শূদ্র ভক্তি সহকারে পূজা করে ব্রহ্মলাভ করেন। তিনি ব্রহ্মকে উপাস্য মনে করেন কিন্তু নিজে ব্রহ্ম হন না। একই ভাবে 'তৎ' এবং 'ত্বম' এই শব্দ দুটির মাধ্যমে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় না বরং জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্যতা অর্জন করে মাত্র। এই তত্ত্বমসি বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র সাদৃশ্যতাকে বোঝায় অভিন্নতাকে নয়। মধ্বাচার্য যুক্তি দিয়েছেন যে, ব্রহ্মের জ্ঞান এবং আনন্দের গুণাবলীর কিছু অংশ জীবের মধ্যে থাকায় এদের উভয়কে অভিন্ন বলে মনে হয়।

''তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ"[৯]।।২।৩।২৯

শ্রুতিতে জীব এবং ঈশ্বরের একত্বের কথা বলা হয়। তবে মধ্বাচার্যের মতে, জীব ঈশ্বরের সমতুল্য জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম। মধ্বাচার্য তাঁর গ্রন্থ 'বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয়' এর ভাষ্যে বলেছেন-'অতত্ ত্বং অসি[১০]'। অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন নয়। তিনি আরও বলেন ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ট অধ্যায়ের আটটি বিভাগে ঘোষনা করা হয়েছে যে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি পরম ব্রহ্ম থেকে আলাদা এবং ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। 'তত্ত্বমসি' শিক্ষাদানে উদ্দোলক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে যে নয়টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতে মূলত জীব এবং ঈশ্বর যে আলাদা তা বোঝানো হয়েছে। জীবের কর্তব্য হল এই পার্থক্যকে বুঝে ঈশ্বরের উপাসনা করা। নয়টি দৃষ্টান্তকে বিশ্লেষন করে মধ্বাচার্য এবং তাঁর অনুগামীরা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম দৃষ্টান্ত - এই দৃষ্টান্তে মূলত আশ্রয় এবং আশ্রিতের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। জীবের সমস্ত কাজ ব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং জীবের বিশ্রাম নেওয়ার স্থান হল ব্রহ্মের মধ্যে। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম মূলত ভিন্ন; উদ্দোলক মূলত এই ভেদের কথাই বলেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত – মৌমাছি যেমন মধুর মধ্যে কোন গাছের রস আছে বা নেই তা উপলব্ধি করতে পারে না। অনুরূপভাবে, গভীর নিদ্রার সময় জীব পরম ব্রহ্মের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত থাকে কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তা তাদের ব্যক্তিত্বের অর্ন্তগত হয়না কারণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য চিরন্তন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত - তৃতীয় উপমায় বোঝানো হয়েছে যে, নদীর ঢেউ গুলি উপলব্ধি করতে অক্ষম যে সমুদ্রেই তার স্বতন্ত্র উপস্থিতি। একই ভাবে, জীব পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। তারা ব্রহ্ম থেকে নিজেকে আলাদাই ভাবে।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত - জীবন্ত আত্মার দ্বারা পরিব্যাপ্ত যে গাছ দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তা তার পুষ্টির ও বৃদ্ধির জন্য জল সংগ্রহ করে, কিন্তু যদি জীবন (জীবন্ত আত্মা) তার একটি আত্মা ছেড়ে যায় তবে সেই শাখাটি শুকিয়ে যায়। সেই শাখাটিকে কাঁটলে আর রস নির্গত হয় না। অনুরূপভাবে, যদি ব্রহ্ম জীবের মূর্ত আত্মার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে জীবের প্রাণ থাকবে না। অতএব, স্বতন্ত্র ব্যক্তি তার প্রাণের স্বার্থে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। তাই জীব

---

[৯] **'বেদান্তদর্শনম্ (দ্বিতীয় অধ্যায়)',** অনুবাদক স্বামী বিস্বরূপানন্দ, পৃঃ ৬২৭

[১০] **'মধ্বাচার্য', 'বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয়',** অনুবাদক কে. টি. পাণ্ডুরঙ্গি (ইং), পৃ; ৯১, দ্বৈত বেদান্ত, বেঙ্গালর,১৯৯১

ও ব্রহ্মের অভিন্ন নয় বরং জীব তার নিজের জন্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত - এই বীজের মধ্যে যে ন্যায় রোধ বৃক্ষের বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে তা জানা যায় না। তেমনি সাধারন যোগী এমনকি জীবও একথা জানতে পারে কিন্তু উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে জীবের মধ্যে সূক্ষ্ম ভগবান এতে বাস করেন। যদিও পরম ব্রহ্মের শক্তি ন্যায় রোধ বৃক্ষের মতো অনুভূত হয়, কিন্তু তা অনুধাবন যোগ্য নয়।

ষষ্ট দৃষ্টান্ত - একটি লবন খন্ডকে জলে দ্রবীভূত করলে লবন সমগ্র জল জুড়ে বিস্তৃত থাকে। লবন দেখতে জলের মত হয়, কিন্তু জলের প্রতিটি ফোঁটার স্বাদ পেলে তবেই লবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, বিষ্ণুর সারধর্ম জীবে ব্যাপ্ত থাকে যদিও তা পৃথক ভাবে দৃশ্যমান নয়। অতএব, জীব ঈশ্বরের থেকে আলাদা।

সপ্তম দৃষ্টান্ত - উপনিষদের চতুর্দশ খন্ডে একজন ভ্রমনকারী ও অন্ধের ব্যক্তির উপমা দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তি ডাকাতের চোখ বেঁধে বনে ছেঁড়ে দিয়ে এসেছিল যাতে সে নিরাপদে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে না পারে। একই ভাবে ব্যক্তি অজ্ঞানতায় আবৃত এবং সংসারে অন্ধকারে অরন্যে নিক্ষিপ্ত গুরুর পরামর্শে শ্রবন, মনন, প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করে অতঃপর সে ভগবানকে উপলব্ধি করে।

অষ্টম দৃষ্টান্ত - অষ্টাদশ খন্ডে বলা হয়েছে- একজন মানুষ অসুস্থ হলে তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?' যতক্ষন অসুস্থ ব্যক্তি উত্তর প্রদান না করে। মৃত্যু শয্যায় মানুষ তার চরম অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পারে যে, সে ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। সারাজীবন তিনি অনুভব করেন যে, তিনি সকলের কর্তা এবং চেষ্টা করেন ঈশ্বরকে উপেক্ষা করার কিন্তু মৃত্যু শয্যায় সে তার সীমাদ্ধতাকে অনুভব করে। এই উপমাটি প্রমান করে যে, ব্রহ্মের অদৃশ্য শক্তির উপর মানুষের আত্মনির্ভরতা।

নবম দৃষ্টান্ত - ষষ্ট অধ্যায়ের ষোড়শ বিভাগে অভিযুক্ত ব্যক্তির অগ্নিপরীক্ষায় বলা হয় যদি ব্যক্তিটি নির্দোষ হয় তাহলে রডটি তাকে পোঁড়াতে পারবে না। কিন্তু রডটির দ্বারা সে পুড়ে যায়। অতএব জীব ব্রহ্মের স্বরূপ নয়।

মধ্বাচার্য তাঁর বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয় এ স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, উপরিক্ত নয়টি দৃষ্টান্তই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভিন্নত্ব প্রতিপাদন করে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে মানুষ তা বুঝতে অক্ষম। উদ্দোলক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝিয়েছেন যে, মানুষের আত্মা ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই আমাদের কর্তব্য হল ঈশ্বরের উপাসনা করা। তত্ত্বমসি বাক্যের দ্বারা মূলত এটাই বোঝানো হয়েছে যে, এই জীব ও জগৎ ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল ব্রহ্মের দ্বারাই তার উৎপত্তি, এই ব্রহ্মকে পাওয়া যাবে একমাত্র ভক্তির দ্বারা।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, উপনিষদকে অনুসরণ করে যে চারটি মহাবাক্য উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে তত্ত্বমসি মহাবাক্য উন্নততর। তবে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনে প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বেদান্ত ও দ্বৈত সম্প্রদায়ের মধ্যে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ নির্ণয় নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদীগন বলেন জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। অজ্ঞানের কারণেই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হয়। এই তত্ত্বমসি মহাবাক্যের মূল লক্ষ্য হল জীবকে অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করে সঠিক জ্ঞান প্রদান করা যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একটি মাত্র চেতনা রয়েছে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটির মধ্যে ব্যক্তির বিকাশের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক নির্দেশনা রয়েছে। যদি সকল জীবই ব্রহ্ম হয়, তখন সকলের সাথেই সমান আচরন করা উচিত। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটি এই দিক থেকে আধ্যাত্মিক মানবতাকে নির্দেশ করে। অপরদিকে দ্বৈতবাদীগন একথা মানেন না। তাঁরা বলেন 'ঈশ্বরের কৃপা'-ই চূড়ান্ত মুক্তির উপায়। তাঁরা কখনো জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভিন্নতা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে জীবের মধ্যে সামগ্রিক ভক্তি তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তির মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতা থাকে। তাঁরা ঈশ্বরকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. পাল, বিপঞ্জন, বেদান্তসার, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪২২
2. বাগচী, দীপক কুমার, তর্কসংগ্রহ ও দীপিকা (অন্নংভট্ট), কলকাতা: মিত্রম পাবলিশার্স, আগষ্ট,২০১২

3. বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী, বেদান্তদর্শনম্ দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ফাল্গুন, ১৩৯৫
4. মিশ্র, প্রভাত, শংকরের দর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারি ২০১৯
5. সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জুলাই, ২০১৪
6. Bādarāyana, Vedāntadarśan, trans. Viswarupananda, Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 1999.
7. Madhvacarya, Viṣnutattvavinirnaya, trans. S.S. Raghavachar,Mangalore: Sri Ramakrishna Ashrama, 1971.
8. Sarvjñātmamuni, Sankṣepasārīraka, ed. Swami Yogendrananda, Varanasi: Sriudasin Sanskrit Mahavidyalaya, 1987.
9. Sastri, J.L, Upanisat Samgrahamh, containing 188 upanisads, Delhi: Motilal Banarsidass, 1970.
10. The Upanishad, Chandogya Upanishad, Trans. F.Max Muller, (Oxford: At The Clarendon Press, 1879)